তারিখ ... 13 AUG 1991
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

২৬

দৈনিক বাংলা

অস্ত্রধারীদের আশ্রয় দেবেন না : বি চৌধুরী

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস রোধের উপায় উদ্ভাবনে সংসদীয় কমিটি

।। বিশেষ সংবাদদাতা ।।

অস্ত্রধারীদের রাজনৈতিক আশ্রয় না দেবার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আহবান জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেছেন, ছাত্র অঙ্গনে প্রবেশ করতে পারলে ক্ষমতার অঙ্গনে প্রবেশ করা যায় এই ধারণা থেকে সকলকে বেরিয়ে আসতে হবে।

তিনি প্রশ্ন করেন, ক্ষমতার অঙ্গনে প্রবেশ অথবা ক্ষমতায় যারা আছে তাদের নামিয়ে আনার জন্য ছাত্র অঙ্গনে প্রবেশের এই দর্শন কি দেশের কোন মঙ্গল সাধন করবে?

গতকাল জাতীয় সংসদে শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনার সমাপ্তি টেনে ডাঃ চৌধুরী বলেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবাই সোচ্চার হলেও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল সন্ত্রাসকে প্রটেকশন দেন, লালন করেন, প্রশ্রয় দেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের উপায় উদ্ভাবন এবং শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও একটি রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য তিনি আইনমন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজের নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের একটি সংসদীয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

গতকাল আরো ১৫ জন সদস্য এই বিষয়ের ওপর আলোচনায় অংশ নেন। এ নিয়ে গত দু'দিনে বিভিন্ন দলের মোট ২৭ জন এই বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখবেন। গতকাল বক্তব্য দেন জনাব রহমত আলী (আওয়ামী লীগ) মিসেস খুরশিদ জাহান হক (বিএনপি) শেখ আনসার আলী (জামায়াত) সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (গণতন্ত্রী পার্টি) সেলিনা রহমান (বিএনপি) মনিরুল হক চৌধুরী (জাতীয় পার্টি), ডঃ মিজানুল হক (আওয়ামী লীগ) ফজলুর রহমান পটল (বিএনপি) নূরুল ইসলাম মনি (স্বতন্ত্র) সামসুদ্দোহা (সিপিবি) আলমগীর কবির (বিএনপি) শামসুল হক (আওয়ামী লীগ) মহিউদ্দিন আহমদ (আওয়ামী লীগ) তোফায়েল আহমদ (আওয়ামী লীগ) ও

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস রোধের উপায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শাহজাহান সিরাজ (জাসদ)।

এদের জবাবে ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, সন্ত্রাস শুধু রাজনৈতিক সমস্যা নয়। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক নানা কারণ। জড়িত রয়েছে আইন শৃংখলাজনিত পরিস্থিতি। তিনি বলেন, সমাজে এখন বিরাজ করছে হতাশা। দূর্নীতিবাজদের প্রতাপ আজ সর্বব্যাপ্ত। সমাজে নীতিবিদরা আজ মার খাচ্ছে। যেসব তরুণ-তরুণীর চোখে স্বপ্ন ছিল তাদের সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। তারা আজ হতাশায় নিমজ্জিত। সন্ত্রাসকে এসব থেকে বিছিন্ন করে শুধু রাজনৈতিক কারণ হিসাবে দেখলে ভুল হবে।

ডাঃ চৌধুরী বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় সন্ত্রাস অনেক কমে গিয়েছিল। পরে তা আবার বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের বিভিন্ন কারণ তুলে ধরে তিনি সেগুলি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আহবান জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স, পাঠ ও পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষকদের ভূমিকা, পাসের পর ছাত্রদের জন্য চাকরির সংস্থান, নির্বাচনের মাধ্যমে ভাইস চ্যান্সেলর ও ডীন নির্বাচন পভৃতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষকদের আমরা শ্রদ্ধা করি।

গণ আন্দোলনে তাদের বিরাট অবদান রয়েছে। তবে কিছু কিছু শিক্ষক রয়েছেন যারা ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত হয়ে পড়েছেন।

ষাটের দশকে কোন রাজনৈতিক দলের কোন অঙ্গ ছাত্র সংগঠন ছিল না বলে জনাব রাশেদ খান মেনন যে বক্তব্য রেখেছেন তার উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সবাই রাজী থাকলে আবার সে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ছাত্রদের দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করার জন্য অটো প্রমোশনের সুপারিশ সম্পর্কে তিনি বলেন, বিষয়টি যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের তাই এ সম্পর্কে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে। বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ এক সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নিলেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যাবে বলে কোন কোন সদস্য যে মন্তব্য করেছেন সে সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলির যুক্ত ঘোষণাকে তাঁরা স্বাগত জানাবেন।

অস্ত্র উদ্ধার ও অস্ত্র কারখানা আবিষ্কারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, অস্ত্র আইনে সর্বোচ্চ সাজা দশ বছর কারাদন্ড থেকে বাড়িয়ে মৃত্যুদন্ড করা যায় কিনা তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। জবরদস্তিমূলক চাঁদা আদায়কে সন্ত্রাসের আর একটি প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করে তিনি এর জন্যও শাস্তির মেয়াদ দশ বছর থেকে বাড়িয়ে মৃত্যুদন্ড করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি ক্যাম্পাস পুলিশ গঠনের বিষয়টিও বিবেচনার আহবান জানান।

ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, এমন বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে সন্ত্রাসের কোন ছায়া পর্যন্ত নেই। এ সব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার মানও চমৎকার। এই প্রসঙ্গে ঢাকার কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা বেসরকারী খাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছি। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসের মূলে কিছুসংখ্যক অছাত্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যে ছাত্ররা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় একাত্ম হয়ে যায়, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, তারা কেন নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে লিপ্ত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে হবে।

তার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সফর সম্পর্কে সংসদে যে সব কথা বলা হয়েছে সে প্রসঙ্গে ডাঃ চৌধুরী বলেন, ভিসির সঙ্গে তার আলোচনা হয়েছে। ছাত্রদের ঘেরাও-এ আটক থাকার ফলে তিনি মানসিক নির্যাতনের শিকার হলেও কোন অসুবিধা তার হচ্ছে না। তার বাসায় পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ সরবরাহ রয়েছে। তবে বাজার করতে অসুবিধা হচ্ছে। পেছনের দরজা দিয়ে কোনমতে বাজার করে আনতে হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, সেখানে পুলিশ প্রহরা রয়েছে। ভাইস চ্যান্সেলর ও তার পরিবার পরিজনের খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হলে তাদেরকে খাবার সরবরাহ করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ভিসিকে তিনি আটক অবস্থা থেকে বের করে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বা তার স্ত্রী কেউ তাতে রাজী হননি। ভিসিকে তিনি পদত্যাগ করতে বলেছেন একথা অস্বীকার করে ডাঃ চৌধুরী বলেন, আমি তাকে বলেছি এমন অবমাননাকর অবস্থায় আমি পড়লে আমি পদত্যাগ করতাম। ভিসিকে আটক করে রাখা ইসলামী ছাত্র শিবির কর্মীদের কাছ থেকে ফুলের মালা বা তোড়া নেবার কথাও অস্বীকার করে তিনি বলেন, একটি ফুলগাছের ডাল ভেঙ্গে কেউ তার হাতে দিয়েছিল।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্ত কমিশন রিপোর্ট সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। পূর্ববর্তী নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকার হাই-কোর্টের একজন বিচারকের নেতৃত্বে এই কমিটি গঠন করেছিল। রিপোর্টে পরিস্থিতির জন্য ভাইস চ্যান্সেলরকে দায়ী করে তাকে অব্যাহতি দান করতে বলা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে প্রচন্ড দলাদলি রয়েছে এবং ভিসি নিজেও এই দলাদলিতে জড়িত। এই অবস্থায় তাঁর অব্যাহতি নেয়াই শ্রেয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ডাঃ চৌধুরী বলেন, জামায়াত নেতা মওলানা মতিউর রহমান নিজামী এইমাত্র তাকে জানিয়েছেন তাঁর আশ্বাসের প্রেক্ষিতে ছাত্রশিবির কর্মীরা অবরোধ তুলে নিয়েছে। তিনি কি আশ্বাস দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সদস্যরা তা জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমি আশ্বাস দিয়েছি অবরোধ তুলে নিলে আমরা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আলোচনায় বসব এবং একটি সিদ্ধান্ত নেব। এর বেশী কোন আশ্বাস আমি দিইনি।

এর আগে আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব তোফায়েল আহমদ সন্ত্রাস দমনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্র কায়েমে যেমন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি এ ব্যাপারেও তেমনি ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ জাতি স্বাধীনতা এনেছে, বিভিন্ন আন্দোলনে জয়লাভ করেছে। এখন জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতেই সন্ত্রাস সমস্যার সমাধান করতে হবে। তিনি বলেন, ক্ষমতা বড় কথা নয়। ক্ষমতা আজ আছে কাল থাকবে না। কিন্তু দেশ থাকবে। দেশের কল্যাণের জন্য এই কাজটা আমাদের করে যেতে হবে।

জনাব তোফায়েল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সদস্যদের অভিযোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিস্থিতি হয়েছিল তা অস্বীকার করব না। তখন অস্ত্র ছড়িয়ে ছিল বহু হাতে। মহসিন হলে হত্যাকান্ড হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু মস্কো থেকে ফিরে এসে হত্যাকারীদের শাস্তি দিয়েছিলেন। অথচ পরে এদের সাজা মওকুফ করে দেয়া হয়েছিল। মুক্তি দেয়া হয়েছিল শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যাকারী খালেককে।

জনাব তোফায়েল বলেন, সন্ত্রাসী সব সময়েই সন্ত্রাসী। এরা কোন দলের নয়। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তারা দলের আশ্রয় নেয়।

জনাব ফজলুর রহমান পটল বলেন, স্বাধীনতার পর রাজাকার-আলবদরদের সাজাদানের বদলে তাদের প্রশ্রয় দিয়ে মূলতঃ সন্ত্রাসকেই প্রশ্রয় দেয়া হয়েছিল। তিয়াত্তরে মহসিন হলের ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সূচীত হয়েছিল নতুন সন্ত্রাস। গত নয় বছরের কাজের ফজিলত আমাদের অনেকদিন ভোগ করতে হবে। নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ গড়ার চেষ্টায় শিক্ষাঙ্গনে রক্তের হোলি খেলা হয়েছে।

এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্র সমাজের গৌরবময় ভূমিকার কথা উল্লেখ করে জনাব পটল বলেন, এই ছাত্র সমাজকে কালিমালিপ্ত করার জন্য এরশাদের সময় চেষ্টা হয়েছিল। বিএনপি কোন সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দেবে না ঘোষণা করে তিনি অন্যান্য দলের প্রতিও আহবান জানান যেন কারো বাড়ি বা গাড়িতে সন্ত্রাসীরা আশ্রয় না পায়।

শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, রাজনীতি সন্ত্রাসকে নিয়ন্ত্রণ করবে না অস্ত্র রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে আজ তা ঠিক করতে হবে।

তিনি বলেন, সন্ত্রাসের সঙ্গে কয়েকটি মাত্র দল জড়িত। এরা আন্তরিক হলেই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের তৎপরতার কথা উল্লেখ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবার পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে মন্তব্য করে শেখ আনসার আলী সন্ত্রাসের ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে প্রচারণায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

জনাব শামসুদ্দোহা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সাত দফা সুপারিশ পেশ করেন।